msjvc cwZ‡e`b

Z_¨ AwaKvi AvBb 2009 ev¯ÍZevq‡b Pwn`v ewׇ

P¨v‡jÄ I DËi‡Yi Dcvq

তথ্য অধিকার ফোরাম

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ বাস্তবায়নে চাহিদা বৃদ্ধি: চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

তথ্য অধিকার ফোরাম ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৩, সোমবার, বিকাল ৩ টায় ব্র্যাক সেন্টার মিলনায়তনে "তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ বাস্তবায়নে চাহিদা বৃদ্ধি: চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়" শীর্ষক একটি গোলটেবিল বৈঠক আয়োজন করে। আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় তথ্যমন্ত্রী জনাব হাসানুল হক ইনু, এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধান তথ্য কমিশনার রাষ্ট্রদূত (অব.) মোহাম্মদ রফিক এবং মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোহাম্মদ মোশাররাফ হোসাইন ভূঁইঞা। অনুষ্ঠানটির সভাপতি এবং সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন টিআইবি'র নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান। মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক শাহীন আনাম মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। সভায় মূখ্য আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য কমিশনার অধ্যাপক সাদেকা হালিম এবং আর্টিকেল ১৯ এর নির্বাহী পরিচালক তাহমিনা রহমান।

প্রয়াত ফারজানা নাঈমের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন

অনুষ্ঠানের শুরুতেই তথ্য অধিকার ফোরামের অন্যতম সংগঠক এবং মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের চালিকাশক্তি ফারজানা নাঈমের অকাল প্রয়াণে উপস্থিত অতিথিরা গভীর শোক প্রকাশ করেন। ফোরাম তথা তথ্য অধিকার আন্দোলনে তাঁর অবদানের কথা স্মরণ করে অনুষ্ঠানটি তাঁকে উৎসর্গ করা হয় এবং তাঁর বিদেহী আত্মার স্মরণে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়। ফারজানা নাঈম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং নেদারল্যান্ড এর ইন্সটিটিউট অব সোস্যাল সাইন্স থেকে উচ্চতর ডিগ্রী গ্রহণ করার পর অ্যাকাডেমি ফর প্ল্যানিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন। সহকর্মী শাহীন আনাম তাঁর বর্নাঢ্য কর্মজীবনের কথা স্মরণ করে নীতি বিশ্লেষক ও জেন্ডার বিশেষজ্ঞ হিসেবে তাঁর অনন্য অবদানের কথা তুলে ধরেন। ব্যক্তিগত জীবনে উদার ও সদাহাস্যময়ী এই মানুষটি বাংলাদেশের তথ্য অধিকার আন্দোলনে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তথ্য অধিকার ফোরাম প্রতিষ্ঠায় ও এর কার্যক্রমের ক্রমধারায়ও তিনি অগ্রণী ভূমিকা রাখেন। সঞ্চালক ড. ইফতেখারুজ্জামান তথ্য অধিকার ফোরামের সকলের পক্ষ থেকে ফারজানা নাঈম এর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে তাঁর আদর্শ অনুসারে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠান ও কর্মক্ষেত্রে সেই আদর্শের প্রতিফলন ঘটানোর আহ্বান জানান। তিনি মনে করেন তথ্য অধিকার আইনকে বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে যদি সকলে নিজ নিজ অবস্থান থেকে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা করেন তবেই ফারজানা নাঈমের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শিত হবে।

মূল প্রবন্ধ

সঞ্চালক ড. ইফতেখারুজ্জামানের আহ্বানে মিসেস শাহীন আনাম, নির্বাহী পরিচালক, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। শুরুতেই প্রধানমন্ত্রীর ভাষ্য উল্লেখ করে তিনি বলেন তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ সত্যিকার অর্থেই এই সরকার ও দেশের সকলের জন্য একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ এবং সংবিধানে উল্লিখিত বাক প্রকাশ ও চিন্তার স্বাধীনতার অধিকারের সাথে সম্পূরক। আইনটির

যথাযথ প্রয়োগ স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সুশাসনের ভিত্তিতে দেশ পরিচালনা নিশ্চিত করে এবং নীতি নির্ধারণে জনগণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করে। তথ্যের অবাধ প্রবাহই গণতন্ত্র সুসংহত করতে পারে উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, এই আইন উন্নয়নের পথে সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা দেয় যা দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠির উন্নয়নে, সকল জনগণের মৌলিক চাহিদা নিশ্চিতকরণে এবং সংবিধানে উল্লিখিত রাষ্ট্র প্রদত্ত নাগরিক সুবিধা ও সেবাগুলোকে সহজলভ্যকরণে ভূমিকা রাখে।

তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের ইতিহাস তুলে ধরতে গিয়ে তিনি বলেন ভারতের তথ্য অধিকার আইনটিই মূলত বাংলাদেশের সুশীল সমাজকে অনুরূপ একটি আইনের দাবী উত্থাপনে উৎসাহিত করে এবং তার ফলশ্রুতিতে ২০০৯ সালে 'তথ্য অধিকার অধ্যাদেশ (২০০৮)' আইনাকারে প্রণীত হয়। তিনি বলেন তথ্য অধিকার ফোরামের মূল উদ্দেশ্য হল তথ্যের চাহিদার দিকটি আরও জোরদার করা। তবে প্রণয়নের চার বছর পরেও আইনটির বাস্তবায়নে প্রায়োগিক কিছু বাধা রয়ে গেছে উল্লেখ করে তিনি বলেন তথ্য চাওয়ার ক্ষেত্রে সময়সাপেক্ষ প্রক্রিয়া, তথ্য আবেদকের নিরাপত্তাহীনতা ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তার বিরূপভাজন হবার ভয় মানুষের তথ্য সংগ্রহের আগ্রহ কমিয়ে দিতে পারে। সচেতনতার অভাব, উৎসাহের ঘাটতি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর অংশগ্রহণ বা তথ্য সরবরাহে অনাগ্রহও বাধার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। মিসেস আনাম আরও বলেন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের গোপনীয়তার সংস্কৃতিও এক্ষেত্রে সমানভাবে দায়ী। চাহিদার দিকটিকে জোরদার করার জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে বলে তিনি সুপারিশ করেন। দেশব্যাপী জনগণকে এই আইনটির ব্যবহার, উপকারিতা ও কার্যকারিতা জানানোর জন্য টেলিভিশন, রেডিও ও অন্যান্য গণমাধ্যমকে নিয়ে একটি সমন্বিত প্রচারাভিযানের প্রয়োজনের কথা তিনি উল্লেখ করেন। তিনি তথ্যের চাহিদা ও যোগানের একটি সামঞ্জস্য তৈরির লক্ষে অনতিবিলম্বে প্রতিটি সংস্থাকে নিজ উদ্যোগে তথ্য প্রকাশের আহ্বান জানান। প্রচারাভিযানের মাধ্যমে তিনি আইনের সুফলের উদাহরণগুলোও তুলে ধরতে সুপারিশ করেন। সব শেষে নতুন প্রজন্মকে তথ্য অধিকার প্রচারণায় এগিয়ে আসার জন্য উৎসাহিত করেন। যে সকল সংস্থা ইতিমধ্যে তথ্য অধিকার নিয়ে কাজ করছে তাদের আরোও সক্রিয়ভাবে প্রচারণায় এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে তাঁর প্রবন্ধ উপস্থাপন সমাপ্ত করেন।

gy³ A√‡j √Pbv

গণতন্ত্রের উত্তোরণে তথ্য অধিকার আইন

তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু গণতন্ত্রকে আইন ও প্রতিষ্ঠানের সমন্বিত শাসন হিসেবে চিহ্নিত করে বলেন অংশগ্রহণমূলক ও জবাবদিহিতা ভিত্তিক গণতন্ত্র নির্ভর করে আইনের বাস্তবায়ন, প্রয়োগ ও প্রতিষ্ঠানের সুশাসনের ওপর। তিনি মনে করেন আইন বাস্তবায়ন এবং প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতা এবং সক্ষমতাই এই মূহুর্তে গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। আইন তৈরি ও প্রয়োগে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষমতার অপব্যবহার এই ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। তথ্য অধিকার আইন এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। তথ্য কমিশনার অধ্যাপক সাদেকা হালিমসহ আরও অনেকেই তার সাথে একমত প্রকাশ করেন।

তথ্য অধিকার ও রাজনৈতিক অঙ্গীকার

টিআইবি'র নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান প্রধানমন্ত্রীর এক বক্তব্য উল্লেখ করে বলেন তথ্য অধিকার আইন বাংলাদেশের জন্য একটি যুগান্তকারী ঘটনা এবং সরকার এই আইনকে বাস্তবায়ন করার জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু করবে বলে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা তথ্য অধিকার সুরক্ষায় সর্বোচ্চ রাজনৈতিক অঙ্গীকার ব্যক্ত করে। প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য সকলকে উৎসাহ ও প্রেরণা যোগাবে এই আশাবাদ নিয়ে তিনি তথ্যের চাহিদা ও যোগান উভয়ক্ষেত্রে যে সকল বাধা বিপত্তি রয়েছে তা দূর করার লক্ষ্যে সরকার ও সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। বিশেষ অতিথি মন্ত্রীপরিষদ সচিব মোহাম্মদ মোশাররাফ হোসাইন ভূঁইঞা তথ্য অধিকারের সাথে তথ্য প্রযুক্তির নিবিড় সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে বলেন এক্ষেত্রেও সরকারের পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি ও সহায়তা দেয়া হয়েছে। তিনি দেশের সার্বিক তথ্য প্রযুক্তির অগ্রগতির পাশাপাশি ইউনিয়ন পর্যায়েও তথ্য প্রযুক্তির সেবা পৌঁছে দিতে সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রমের কথা উল্লেখ করেন।

সমাজের নানা ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইনের ব্যবহার

আর্টিকেল ১৯ এর নির্বাহী পরিচালক তাহমিনা রহমান জনগণের ক্ষমতায়নে এই আইনের গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন দারিদ্র্য বিমোচন ও উন্নয়ন দিক নির্দেশনায়ও এই আইনের ভূমিকা অপরিসীম। সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমসহ শিক্ষা, স্বাস্থ্য বা অন্যান্য সামাজিক খাতে এই আইন প্রয়োগের সুফল বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি শাহীন আনামের প্রবন্ধে উল্লেখিত সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর সাথে একমত প্রকাশ করেন। তিনি আরও বলেন, মানবাধিকার নিশ্চিত করতেও এই আইন প্রয়োগের সুযোগ রয়েছে।

তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু জনগণের এবং ব্যক্তির মৌলিক অধিকার এবং রাষ্ট্রযন্ত্রের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ভারসাম্য রক্ষায় তথ্য অধিকার আইনের গুরুত্ব তুলে ধরেন। প্রশাসন এবং সরকারি ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত সেবাসমূহকে আরও গতিশীল, স্বচ্ছ এবং জনমূখী করার ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইন বিশাল ভূমিকা রাখতে পারে বলে তিনি মনে করেন। এছাড়াও তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগ করে কিভাবে জনসেবার ক্ষেত্র বিস্তৃত করা যায় তিনি সে ব্যাপারেও

আলোকপাত করেন। তিনি খাদ্য উৎপাদন এবং কৃষি উপকরণ বন্টন, ভূমি ব্যবস্থাপনা ও ক্রয়-বিক্রয়, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীর সুষ্ঠু বাস্তবায়নে তথ্যের অবাধ প্রবাহের প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগ করে এই ধরনের উদ্যোগ ক্রমাগত নজরদারীর ভিতর রাখা গেলে জনগণের টাকা সঠিকভাবে কাজে লাগছে কিনা কিংবা সঠিকভাবে দেয়া হচ্ছে কিনা তা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে। তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারের মাধ্যমে কিভাবে ইউনিয়ন পরিষদে বিদ্যমান দূর্নীতি এবং ক্ষমতার অপব্যবহার মোকাবেলা করা যায় সেদিকেও তিনি দৃষ্টিপাত করেন। শাহীন আনামের প্রবন্ধে উপস্থাপিত দিকসমূহ যেমন নির্মাণশিল্প, ঔষধশিল্প, পোষাকশিল্প, ভর্তি পরীক্ষা, শিক্ষক এবং বিভিন্ন সরকারি বেসরকারী নিয়োগের ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইনের গুরুত্বের সাথেও তিনি একাত্মতা প্রকাশ করেন।

সিডিডি, সাভার-এর কর্মকর্তা রাখি বড়ুয়া নির্বাচনকালীন সময়ে তথ্য কমিশন ও মানবাধিকার কমিশনের কার্যক্রমে তথ্য অধিকার আইনের ভূমিকার ওপর জোর দেন। ড. ইফতেখারুজ্জামান যেকোনো ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারের পরামর্শ দিয়ে বলেন যেকোন ইস্যুতে তথ্য বিভ্রাট এড়ানোর ক্ষেত্রে দৈনন্দিন জীবনে এ আইনের চর্চা করা সম্ভব। এমনকি সেনাবাহিনী ও মানবাধিকার লঙ্ঘন বা দুর্নীতি সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশেও এই আইন কার্যকর বলে তিনি জানান।

তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণে তথ্য কমিশন ও সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রম

মন্ত্রীপরিষদ সচিব মোহাম্মদ মোশাররফ হোসাইন ভূঁইঞা মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক শাহীন আনামের বক্তব্যের সাথে কিছুটা দ্বিমত পোষণ করে বলেন তথ্য অধিকার আইন শুধুমাত্র সুশীল সমাজের আন্দোলনের ফল তা ঠিক নয়। এক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকায় কোন ঘাটতি ছিল না যা ৯ম সংসদের ১ম অধিবেশনে (২০০৯) আইনটি পাসের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় তথ্য প্রযুক্তির ভূমিকা ও এক্ষেত্রে সরকারের বিশেষ প্রয়াসও তাঁর বক্তব্যে তিনি তুলে ধরেন যার মধ্যে মন্ত্রণালয় থেকে শুরু করে মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন অফিসের ওয়েব সাইট স্থাপন ও ইউনিয়ন পর্যায়ে তথ্য সেবা চালুকরণ অন্যতম। তিনি আরও উল্লেখ করেন, আইন প্রণয়নের পর তথ্য কমিশন গঠন করা হয়েছে, ২ টি নীতিমালা ও ৩ টি প্রবিধানমালা করা হয়েছে। কেবিনেট ডিভিশন থেকে সচিবদের নিয়ে কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে ও সকল মন্ত্রণালয়কে আইন বাস্তবায়নে পরামর্শ দেয়া হয়েছে। হুইসেল ব্লোয়ার্স সুরক্ষা আইনের প্রস্তাব করা হলেও এর বাস্তবায়ন বাকি রয়েছে বলে স্বীকার করে তিনি সংশ্লিষ্ট কাজ চলছে বলে জানান। তিনি আরও জানান, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রস্তুতির কাজ চলছে ও এতে কমিশন ও তথ্য অধিকারের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

তথ্য কমিশনার অধ্যাপক সাদেকা হালিম প্রধানমন্ত্রীর এক বক্তব্য উল্লেখ করে বলেন এই আইনের পরিসীমা প্রান্তিক জনগোষ্ঠী পর্যন্ত না পৌছাতে পারলে পরিপূর্ণতা পাবে না। তথ্য কমিশন সে লক্ষ্যেই কাজ করে যাচ্ছে উল্লেখ করে তিনি তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে কমিশনের বিভিন্ন স্তরের কার্যক্রম বর্ণনা করেন ও পরিসংখ্যান তুলে ধরেন। তাঁর তথ্যমতে ২০০৯ সালে কমিশন কোনও অভিযোগ গ্রহণ না করলেও ২০১০ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত ৪৭৩ টি অভিযোগ গ্রহণ করেছে যার মাঝে নিস্পত্তি করা হয়েছে ২২০ টি ও আমলে নেয়া হয়েছে ২৩৯ টি। তিনি বলেন তথ্য প্রবাহের নানা পর্যায়ে আবেদনকারী, তথ্য কর্মকর্তা, আপিল কর্তৃপক্ষ ও তথ্য কমিশন এই চার পক্ষ সংশ্লিষ্ট। আইনের বাস্তবায়ন তাদের কার্যক্রমের সমন্বয় প্রয়োজন। তথ্য অধিকার দিবস পালনের মধ্য দিয়ে তথ্য কমিশন আইন সম্পর্কে সচেতনতা ও আইন প্রয়োগের সফলতায় প্রচেষ্ট। তৃণমূল পর্যায়ে এই আইনের বাস্তবায়নে স্থানীয় পর্যায়ে এরকম দিবস পালন জরুরী বলে তিনি মনে করেন। তথ্য অধিকার ফোরামসহ অনেকেই বেসরকারি উদ্যোগে এই দিবসটি পালন করে আসছে এবং এবারই প্রথম তথ্য কমিশন, তথ্য অধিকার ফোরামের সাথে একযোগে তথ্য অধিকার দিবস পালন করেছে উল্লেখ করে তিনি যুগ্মভাবে এরকম আরও কার্যক্রম এগিয়ে নিতে উৎসাহ প্রকাশ করেন।

তথ্য অধিকার ও সুশীল সমাজের ভূমিকা

প্রধান উপস্থাপক শাহীন আনামসহ অন্যান্য বক্তারা তথ্য অধিকার আইনের বাস্তবায়নে সুশীল সমাজের নানা কার্যক্রম ও প্রয়াসের বর্ণনা দেন। অধ্যাপক সাদেকা হালিমের বক্তব্যের সূত্র ধরে তথ্য অধিকার ফোরামের সাথে তথ্য কমিশনের যৌথ উদ্যোগে তথ্য অধিকার দিবস পালনের বিষয়টির প্রশংসা করেন ড. ইফতেখারুজ্জামান। এই কর্মসূচির ধারাবাহিকতায় সারা দেশেও এই দিবসটি বিভিন্নভাবে পালিত হচ্ছে উল্লেখ করে তিনি দিবসটি সরকারী ভাবে উদযাপনের কোন সুযোগ আছে কিনা তা বিবেচনা করার জন্য মাননীয় মন্ত্রীর কাছে অনুরোধ জানান। আর্টিকেল ১৯ এর নির্বাহী পরিচালক তাহমিনা রহমান এই বিষয়ে ডঃ ইফতেখারুজ্জামানের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেন।

তথ্য অধিকার আইনের কিছু দূর্বলতা

তথ্য অধিকার আইনের কিছু দূর্বলতা তুলে ধরেন তথ্য কমিশনার অধ্যাপক সাদেকা হালিম। তিনি ব্যাখ্যা করেন, আইনে উল্লিখিত তথ্যের সংজ্ঞাটি সাধারন জনগণের জন্য দুর্বোধ্য। ফলে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে এ বিষয়টি বোঝানো কঠিন হয়ে পড়ে। অন্যদিকে, আইনের ধারা ৭ এর অব্যাহতি তালিকার ভুল ব্যাখ্যা করে অনেকেই দায়িত্ব পাশ কাটিয়ে যাবার চেষ্টা করেন বলে তিনি এর কয়েকটি উদাহরণও দেন। তিনি আরও জানান, বহুজাতিক সংস্থাগুলো তথ্য অধিকার আইনের আওতাধীন নয়। ইউনিয়ন পরিষদও এর

আওতার বাইরে। এসব প্রতিষ্ঠানকে অন্তর্ভুক্ত করে আইন সংশোধন প্রয়োজন উল্লেখ করে এ সম্পর্কে তিনি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। উন্মুক্ত নয় এমন তথ্যের তালিকায় ২০টি বিষয় আছে উল্লেখ করে তিনি বলেন উন্নত বিশ্বের আইনগুলোতে তারা এ তালিকাতে মাত্র ১০/১২ টি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করেছে যা আমাদের জন্য অনুসরণীয়।

প্রধান তথ্য কমিশনার, রাষ্ট্রদূত (অব.) মোহাম্মদ ফারুক উপস্থিত সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে এ আইনের সম্ভাব্য সুস্পষ্টীকরণ সংক্রান্ত পরামর্শদানের এবং এর সংশোধনের চলতি প্রক্রিয়ায় কমিশনের মাধ্যমে সরকারের কাছে তাদের সুপারিশ পেশ করার আহ্বান জানান। তথ্য অধিকার আইনের আওতায় কারা পড়ে এ সংক্রান্ত সংশয় দূরীকরণে জোর দিয়ে তিনি বাংলাদেশ ব্যাংকের উদাহরণ দেন যারা নিজেদেরকে এ আইনের আওতামুক্ত ভাবলেও পরবর্তীতে সরকারের হস্তক্ষেপে তা ভুল প্রমানিত হয়। DRRA -এর ফরিদা ইয়াসমিন বলেন, তথ্য মন্ত্রণালয় এবং তথ্য কমিশন এই দুইয়ের কার্যক্রম যে পৃথক তা গ্রামের মানুষ বুঝতে পারে না। তথ্য কমিশন যে স্বাধীন কমিশন তা ঢাকা কেন্দ্রিক কিছু মানুষ শুধু জানেন। এই বিষয়টি পরিষ্কার করার অনুরোধ জানান তিনি। এ ব্যাপারে মিডিয়ার সহায়তা নেয়ারও পরামর্শ দেন তিনি। কতটুকু তথ্য উন্মুক্ত ও কতটুকু নয় তা আরও বিষদ ভাবে সকলকে জানানো হলে ভালো হয় বলে তিনি মনে করেন। হাসপাতালের উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন এখানে অনেক রোগী মারা যায়, দুর্ঘটনা ঘটে কিন্তু এ সম্পর্কে কোনও তথ্য পাওয়া যায় না। এ বিষয়ে তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

ক্যাম্পেইন টু রাইট টু ইনফরমেশন-এর নির্বাহী পরিচালক লুৎফুল হক বলেন তথ্য সংরক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনা বিষয়ক বিধানমালাটি সচিবালয় নির্দেশিকা ২০০৮ এর অনুসরণে তৈরি করা বিধায় বিধানমালাটিতে কিছু অসম্পূর্ণতা থেকে গেছে। এই বিধানমালাটি বিজ্ঞজনদের মতামতের ভিত্তিতে তৈরি হওয়া উচিত ছিল বলে তিনি মন্তব্য করেন। তবে সর্বোপরি এটিকে একটি সূচনা ধরে নিয়ে তথ্য কমিশনের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে তিনি বিষয়টি যুগোপযোগী ও কার্যক্ষম করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের কিছু চ্যালেঞ্জ

প্রক্রিয়াগত প্রতিবন্ধকতা: তথ্য কমিশনার অধ্যাপক সাদেকা হালিম তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে বেশ কিছু প্রক্রিয়াগত সমস্যার কথা তুলে ধরেন। তথ্য চেয়ে আবেদন করতে হয় দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তার নামে। ফলে তিনি বদলি হয়ে গেলে সেই আবেদনের আর কোনও অগ্রগতি হয় না। এক্ষেত্রে নামের পরিবর্তে পদবী ধরে আবেদনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন। জনাব এম.এস.সিদ্দীকি তার সাথে একমত প্রকাশ করেন এবং খুঁজে পাওয়ার সুবিধার্থে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের নাম ও পদবী সম্বলিত নামফলক রাখার অনুরোধ করেন।

‘কেম’-এর প্রোগ্রাম ম্যানেজার মোস্তাফিজুর রহমান অভিযোগ করেন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আপিল কর্তৃপক্ষ বিভাগীয় সদর বা জেলা সদরে থাকেন যা দূরবর্তী অঞ্চলের অধিবাসীদের আপিল করতে নিরুৎসাহিত করে। তিনি মাঠ পর্যায়ের আরও কিছু অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরে বলেন সাদা কাগজে নির্দিষ্ট নীতি অনুসরণে তথ্যের জন্য আবেদন করা আইনসিদ্ধ হলেও মাঠ পর্যায়ে তা অনেক ক্ষেত্রেই গৃহীত হয়না। আবেদন নাকচ করার বিষয়টি লিখিত আকারে চাইলেও তা দেয়া হয়না। আবার তথ্য কমিশনের নির্ধারিত আবেদনপত্র চাইলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা শেষ হয়ে গেছে বলে জানানো হয়। বিষয়টি ব্যাখ্যা করে অধ্যাপক সাদেকা হালিম বলেন তথ্য অধিকারের বইটিতেই আবেদনপত্রের একটি অনুলিপি আছে যা ফটোকপি করেই আবেদনকারীকে দেয়া যেতে পারে। এছাড়াও তথ্য কমিশন সমস্ত সরকারী অফিসে আবেদনের ফর্ম, সাদা কাগজে আবেদনের নীতি ও আপিল আবেদনের ফর্ম নোটিসবোর্ডে লাগানোর নির্দেশ দিয়েছে। তথ্য প্রাপ্তির নিয়মাবলী সংবলিত বিলবোর্ড ৬৪টি জেলায় পাঠানো হয়েছে উল্লেখ করে পরবর্তীতে তা উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়েও পাঠানো হবে বলে তিনি আশ্বাস দেন। সঠিক তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে নিয়মানুসারে আবেদনের বিষয়ে তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনুও দৃষ্টিপাত করেন। নির্দিষ্ট ফর্মে বা নিয়মে আবেদন না করায় তথ্য মন্ত্রণালয়ও তথ্য পেতে ব্যর্থ হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। ফর্ম অনুযায়ী আবেদন পাঠানোর ২০ দিনের মধ্যে যদি কোন উত্তর না আসে তাহলে তথ্য কমিশনকে জানালে কমিশন ফর্ম অনুযায়ী কৈফিয়ত তলব করবে এবং তার ভিত্তিতে পদক্ষেপ নিবে। সঠিক তথ্য পাওয়ার ব্যাপারে শুধু তথ্য কমিশনের উপর নির্ভর করলে হবেনা বরং গণমাধ্যম, তথ্য কমিশন, নির্বাচন কমিশন, বিচার বিভাগ সবাইকে একসাথে কাজ করতে হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। অধ্যাপক সাদেকা হালিম জানান রাখেন আবেদনপত্রে ভুলের কারণে কিছু আপিল গ্রহন না করা গেলেও কমিশন স্বপ্রণোদিতভাবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের এ বিষয়ে অবহিত করে এবং সঠিক প্রক্রিয়ায় আবেদনে উৎসাহিত করে।

আচরণগত ও স্বভাবজাত প্রতিবন্ধকতা: অধ্যাপক সাদেকা হালিম উল্লেখ করেন, খারিজ হওয়া আবেদনকারীর ৮০ ভাগই পুণরায় আবেদন করেন না। এর কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিভিন্ন বক্তার বক্তব্যে নানা প্রতিবন্ধকতার কথা উঠে আসে। অধ্যাপক হালিমের মতে তথ্যের আবেদনকারী ও প্রদানকারী উভয়ের ক্ষেত্রেই ভীতি একটি বড় বাধা। গ্রামের অশিক্ষিত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কাছে তথ্য জানার প্রক্রিয়াটি ভীতিকর লাগতেই পারে। অন্যদিকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পদোন্নতির এসিআর লিখেন তাঁর উর্ধ্বতন কর্মকর্তা যিনি আদতে আপিল কর্তৃপক্ষ হওয়ায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ তথ্য দিচ্ছে না বলে তিনি মনে করেন। তথ্যমন্ত্রী হাসানুল

হক ইনু তথ্য চাওয়ার ব্যাপারে ভীতি দূর করতে তথ্য কমিশনকে স্বপ্রণোদিত হয়ে কৈফিয়ত তলব করার চর্চা শুরু করতে পরামর্শ দেন। এতে গণসচেতনতা বাড়বে এবং জনগণ উদ্বুদ্ধ হবে বলে তিনি মনে করেন।

DRRA-এর ফরিদা ইয়াসমিন বলেন তথ্য যাচাই না করে তথ্যপ্রদানের কারণে অনেক ধরনের ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়, অনেকে তথ্য দিতে দ্বিধাও করেন। তথ্য যাচাই ও তথ্য প্রদানকারীদের মধ্যে মতবিনিময়ের সুযোগ তৈরি করা গেলে এধরনের আশংকা হ্রাস পাবে ও তথ্য আদান-প্রদানের সুযোগটা বাড়বে বলে তিনি মনে করেন। মন্ত্রীপরিষদ সচিব মোহাম্মাদ মোশাররাফ হোসাইন ভুঁইএঞা ও তথ্য মন্ত্রী হাসানুল হক ইনু উভয়েই তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধকতা হিসেবে গোপনীয়তার সংস্কৃতি এবং সমালোচনা বিরোধী প্রবণতাকে দায়ী করেন। তথ্যমন্ত্রী বলেন সমাজে প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের মধ্যে নিজেকে আইনের উর্ধ্বে রাখার প্রবণতা রয়েছে যা গণতন্ত্র উত্তোরণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক। অধ্যাপক সাদেকা হালিম সরকারি-বেসরকারি সংস্থাগুলোর তথ্য প্রকাশ না করার প্রবণতাকে তথ্য অধিকারের পরিপন্থি বলে উল্লেখ করেন। স্বপ্রনোদিতভাবে তথ্য প্রকাশে অনীহা ও গোপনীয়তার সংস্কৃতিকে তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের অন্যতম প্রতিবন্ধকতা উল্লেখ করে তিনি এ ব্যাপারে জনপ্রশাসনকে দায়িত্বশীল হতে উপস্থিত সচিব মহোদয়ের কাছে অনুরোধ জানান।

আইন বিষয়ে অজ্ঞতা ও উদাসীনতা: অধ্যাপক সাদেকা হালিম তথ্য অধিকার আইনের যথাযথ প্রয়োগের পথে প্রধান বাধা হিসেবে চিহ্নিত করেন আইন সম্পর্কে আবেদনকারির অসচেতনতা এবং তথ্য কর্মকর্তার আইনের নানা বিষয়ে অজ্ঞতা ও উদাসীনতাকে। কর্মকর্তাগণ আবেদন/ আপিল আবেদন প্রক্রিয়া করতে এবং শুনানীতে আসতে গড়িমসি করেন। তারপরও এখন পর্যন্ত মাত্র ২ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে জরিমানা করা হয়েছে। ভারতের উদাহরণ টেনে তিনি বলেন সেখানে প্রথম দিকেই প্রচুর কর্মকর্তাকে শাস্তি দেয়ার কারণে তারা সতর্ক হয়ে যান এবং পরবর্তিতে দায়িত্বশীলতার সাথে কাজ করন।

তাঁর সাথে একমত প্রকাশ করে এডিডি-এর ফেরদৌসি বেগম রুবি জানান বিভিন্ন ডিসি অফিসে নিয়োজিত তথ্য কর্মকর্তারাও এবিষয়ে বিশেষ তথ্য জানেন না। ফলে জেলা প্রশাসকের দৃষ্টিভঙ্গি ইতিবাচক হলেও তথ্য কর্মকর্তাদের কাছ থেকে সাহায্য পাওয়া যায় না বলে তিনি মন্তব্য করেন। প্রতিবন্ধিদের নিয়ে কাজ করার সুবাদে মাঠ পর্যায়ের কিছু অভিজ্ঞতা তিনি তুলে ধরেন। তিনি অভিযোগ করেন প্রতিবন্ধিরা তথ্য সংগ্রহ করতে গেলে প্রায়শই দুর্ব্যবহারের শিকার হন। তথ্য কর্মকর্তারাও অনেক সময় নিজেরাই তথ্য জানেন না। এক্ষেত্রে সম্মিলিত আবেদনে ভিন্ন চিত্র দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ একটি ঘটনা তুলে ধরে তিনি বলেন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট করতে না দেয়ায় একজন দৃষ্টি প্রতিবন্ধি ছেলে তার সহকর্মীদের নিয়ে কোথায় বলা আছে যে দৃষ্টি প্রতিবন্ধি হলে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা যাবে না তা জানতে আবেদন করেন। তখন ব্যাংক কর্মকর্তা অ্যাকাউন্ট খুলে দেন। এইরকম বাধা দূর করতে তিনি সংশ্লিষ্ট সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। অধ্যাপক সাদেকা হালিম জানান আইনে বলা আছে যে প্রতিবন্ধিদের বিশেষভাবে সহযোগিতা করতে হবে। মন্ত্রী পরিষদ সচিব মোশাররাফ হোসাইন ভুইএঞা আশ্বস্ত করে বলেন এমন কোন নির্দিষ্ট অভিযোগ তথ্য কমিশনে না আসলেও সুনির্দিষ্টভাবে অভিযোগ করলে কমিশন ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। ড. ইফতেখারুজ্জামান আরও যোগ করে বলেন এই ধরনের ঘটনা আরও উন্মোচিত হলে সবাই সচেতন হবে। তথ্য জানতে চেয়ে ব্যাংকে যে ঘটনাটি ঘটেছে তার ফলশ্রুতিতে পরবর্তীতে কোন দৃষ্টি প্রতিবন্ধি ঐ ব্যাংকে গেলে ঐ আচরণটা আর করবে না। তিনি বলেন, তথ্যগ্রহীতার হাতেই এধরনের সমাধান আসলে রয়েছে। শাহীন আনামও এ বিষয়ে একমত প্রকাশ করেন।

আরেকটি উদাহরণ তুলে ধরে বাংলাদেশ মানবাধিকার সংস্থার জালাল উদ্দিন জানান মানুষ মূলত ইউনিয়ন পরিষদ থেকে কৃষি, মৎস্যচাষ, সমাজসেবা, মহিলা সংস্থা এরকম নানা বিষয়ে তথ্য চায়। কিন্তু ইউনিয়ন পরিষদ তথ্য অধিকার আইন নিয়ে উদাসীন বলে তিনি অভিযোগ করেন। ইউনিয়ন পরিষদ DDLG এর নির্দেশ ছাড়া কাজ তো করেনা, অনেক ক্ষেত্রে তথ্য চাইলে DDLG এর কাছ থেকে তথ্য নিয়ে আসতে বলে দেয়া হয়। তিনি ফোরামের কাছে অনুরোধ করেন এ ধরনের সেমিনারে এলজিইডি মন্ত্রীকে আনা গেলে ভালো হয়।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের অনীহার বিষয়ে অধ্যাপক সাদেকা হালিমের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী পরিষদ সচিব বলেন তথ্য কেউ না দিতে চাইলে করণীয় হলো আইন সম্পর্কে বিস্তারিত জানা ও জানানো, আইনের যথাযথ প্রয়োগ ও সরকারের সহায়তা নেয়া। জনাব এম.এস.সিদ্দীকি হুইসেল ব্লোয়ার সুরক্ষা আইন ও জুডিশিয়াল অধিকার আইন দুটি নিয়ে তথ্য অধিকার ফোরামকে কাজ করার আহ্বান জানান যাতে করে সরকারী কর্মকর্তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে তথ্য প্রকাশে উৎসাহী হন। অধ্যাপক হালিম উল্লেখ করেন হুইসেল ব্লোয়ার আইনের আওতায় বেসরকারি কর্মকর্তাদের সুরক্ষা অন্তর্ভুক্ত নয়; যে কারণে সৃষ্ট ভীতি দূরীকরণে বেসরকারি/সরকারী সংস্থাগুলোর প্রচারণা অত্যন্ত জরুরী।

অফিসিয়াল সিক্রেসি অ্যাক্ট বা রুলস অব বিজনেস অ্যাক্টে সরকারি ১% তথ্য গোপন করা হয় উল্লেখ করে প্রধান তথ্য কমিশনার বলেন কমিশন একটি কোয়াসি জুডিশিয়াল অথরিটি বা রেগুলেটরি অথরিটি হলেও তাদের প্রাথমিকভাবে একটি প্রচারণা মূলক ও অভিভাবকের ভূমিকা পালন করতে হবে। আবেদনকারী ও প্রদানকারী সকলকেই সচেতন ও উৎসাহিত করতে হবে।

জনবল সংকট: তথ্য কমিশনার অধ্যাপক হালিম তথ্য

প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সংখ্যা বাড়ানো প্রয়োজন বলে উল্লেখ করেন। তাঁর হিসাব মতে সারা দেশে ৬০,০০০ জন কর্মকর্তা থাকার কথা থাকলেও কমিশনে ১৪,২৮৭ জনের হিসাব রয়েছে যার মাঝে সরকারি প্রতিষ্ঠানে ১০,৬৩০ জন ও ৬৪৪ টি এনজিও থেকে ৩,৬৫৭ জন। তিনি বলেন, এনজিও ব্যুরোতে ৩,৬০০ এনজিও তালিকাভুক্ত। বাকিদের অন্তর্ভুক্ত করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তিনি।

প্রচারণার অভাব: তথ্য অধিকার সম্পর্কে জনগণের জ্ঞান ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যাপক প্রচারণার প্রয়োজন উল্লেখ করে অধ্যাপক সাদেকা হালিম বলেন তথ্য কমিশনের বিভিন্ন প্রচারণা কর্মসূচীতে তথ্য মন্ত্রণালয়ের সাহায্য অপ্রতুল। তিনি উল্লেখ করেন এই বছরের তথ্য অধিকার দিবস উপলক্ষ্যে কমিশনের পক্ষ থেকে সব জেলা প্রশাসনকে ৫,০০০ টাকা করে দিয়ে বিলবোর্ড লাগানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু সরকারী চ্যানেল বিটিভি এই আইনের প্রচারণায় এখন পর্যন্ত কোনও ভূমিকা রাখে নাই বলে তিনি তথ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

কারিগরি প্রতিবন্ধকতা: মন্ত্রী পরিষদ সচিব মোশাররাফ হোসাইন ভুঁইঞা উল্লেখ করেন তথ্যের ডাটাবেস না থাকায় তথ্য পেতে ও দিতে দেরি হয়। এটি চালু করার কাজ চলছে। সামাজিক নিরাপত্তার মত বড় সরকারি কর্মসূচীর ডাটাবেস তৈরির কাজ চলছে। ই-টেন্ডারিং চালু হচ্ছে। তথ্য মন্ত্রী হাসানুল হক ইনুও এ কথার পুনরাবৃত্তি করে বলেন এই তথ্য ভান্ডার বা ডাটাবেস তৈরি হয়ে গেলে তথ্যের অবাধ প্রবাহের পথ আরও সুগম হবে।

ক্যাম্পেইন টু রাইট টু ইনফরমেশন-এর নির্বাহী পরিচালক লুৎফুল হক তথ্য ব্যবস্থাপনা বা নথি ব্যবস্থাপনা নিয়ে বাংলাদেশে সুনির্দিষ্ট কোন আইন নেই উল্লেখ করে তিনি জানান সচিবালয় নির্দেশিকা ২০০৮ এ তথ্য ব্যবস্থাপনা নিয়ে সামান্য কিছু বক্তব্য আছে। ম্যানুয়াল ১৯৪৩ এ তথ্য ব্যবস্থাপনা নিয়ে বলা আছে কিন্তু বাংলাদেশ তা গ্রহণ করে নাই। বাংলাদেশ ন্যাশনাল আর্কাইভ নীতিমালাতেও (১৯৮৩) খুব বেশি কিছু দেখা যায় না। পৃথিবী জুড়ে তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন এর আগে তথ্য ব্যবস্থাপনা আইন জানিয়ে থাকে। তথ্য কমিশন যে বিধানমালাটি করেছেন সেটা করার সময় জাতীয় আর্কাইভের সাথে আলোচনা করে নেয়া প্রয়োজন ছিল। দেশের তথ্য ব্যবস্থাপনা বা নথি ব্যবস্থাপনায় বিশেষজ্ঞদের সাথেও আলোচনা করে নেয়া প্রয়োজন ছিল। দেশীও প্রয়োজনে অন্যান্য দেশ থেকে বিশেষজ্ঞ এনে এই আইনের বিভিন্ন বিষয় পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

wKQzbZb D‡`¨vM

কেবিনেট ডিভিশনের উদ্যোগে এনাবলিং ওপেন গভর্নমেন্ট ইনিশিয়েটিভ নেয়া হয়েছে। অনেক মন্ত্রণালয় এখনও সহযোগিতা না করলেও শীঘ্রই বিষয়টি জোরদার করা হবে বলে উল্লেখ করেন অধ্যাপক সাদেকা হালিম।

Z‡_¨i Pvwn`v I †hvMvb

প্রধান তথ্য কমিশনারের সাথে একমত পোষণ করে শাহীন আনাম বলেন যে তথ্য অধিকার নিশ্চিত করতে চাহিদা বৃদ্ধির বিকল্প নেই। জনগণের এ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিতে ফোরাম, অন্যান্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, সুশীল সমাজ ও গণমাধ্যমের ভূমিকা অসীম। মন্ত্রী পরিষদ সচিব মোশাররাফ হোসাইন ভুঁইঞা ভারতকে তথ্য অধিকারে মডেল উল্লেখ করে জানান সুশাসনে তাদের উদাহরণ অনুসরণ করে চাহিদা ও যোগানের বৃদ্ধিতে কাজ করা উচিত। তবে সুশীল সমাজের পাশাপাশি মূল ভূমিকাটি সরকারেরই বলে তিনি মনে করেন।

MYgva¨‡gi fywgKv

মন্ত্রী পরিষদ সচিব মোশাররাফ হোসাইন ভুঁইঞা ও তথ্য কমিশনার অধ্যাপক সাদেকা হালিম আইন বাস্তবায়নে গণমাধ্যমের ভূমিকা উল্লেখ করেন। তবে তারা পাশাপাশি তথ্য না দেয়ার পেছনে মিডিয়া-ভীতির কথাও উল্লেখ করেন। এ বিষয়ে গণমাধ্যমকর্মীদের আরও দায়িত্বশীল হতে অনুরোধ করেন। প্রধান তথ্য কমিশনার উদাহরণ দিয়ে বলেন যথাযথভাবে ব্যাখ্যা সহকারে

তথ্য প্রদান করলে এবং বস্তুনিষ্ঠতা ও সততার সাথে সেই তথ্য সাংবাদিকরা ব্যবহার করলে এই ভীতি ও সংকট কমে আসবে। তথ্যমন্ত্রী জানান, গণমাধ্যমের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ মিথ্যাচার এবং গুজব থেকে রক্ষা পাওয়া যেখানে তথ্য অধিকার আইন একটি হাতিয়ার হিসেবে কাজ করতে পারে। বিডিজবস-এর সাংবাদিক ফয়জুল সিদ্দীকি মিডিয়া-ভীতি দূর করার ক্ষেত্রে তথ্য সরবরাহকারীকে আংশিক তথ্য সরবরাহ না করে সঠিক তথ্য দেবার পরামর্শ দেন। মিডিয়া কর্তৃক তথ্য বিকৃতি রোধ করার ক্ষেত্রে তিনি বলেন কোন তথ্য সরবরাহকারী যদি মনে করেন যে সরবরাহকৃত তথ্য সঠিক ভাবে মিডিয়াতে প্রকাশিত হয়নি সেক্ষেত্রে তিনি প্রেস কাউন্সিলের স্মরণাপন্ন হয়ে বিচার চাইতে পারেন। মিডিয়া-ভীতির বিষয়টিকে ড. ইফতেখারুজ্জামান ইতিবাচকভাবে নিয়ে একে গণমাধ্যমের ক্ষমতায়ন হিসেবে তুলে ধরেন। অপর এক সাংবাদিক বলেন গণমাধ্যম তথ্যের বিকৃতি বা অপব্যবহার করতে পারে এই ভয়ে অনেকে তথ্য দিতে চান না বা আংশিক তথ্য দেন। তখন বিকল্প উপায়ে তথ্য বের করার চেষ্টা করা হয় ফলে অনেক সময়ই বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়। এই আইন প্রণয়নের আন্দোলনে গণমাধ্যমের ভূমিকা উল্লেখ করে তিনি বলেন গণমাধ্যমকে শত্রু না ভেবে বন্ধু ভাবা উচিত। ড. ইফতেখারুজ্জামান এ বিষয়ে একমত প্রকাশ করেন।

we‡K›`ªxKiY

তাহমিনা রহমান জনগণের তথ্য জানার আগ্রহ ও অভিগম্যতা বাড়াতে বিকেন্দ্রীকরণ এবং মাঠ পর্যায়ে আরও অফিস খোলার অনুরোধ জানান। আইনে যে আঞ্চলিক অফিস খোলার কথা বলা আছে তার বাস্তবায়ন প্রয়োজন বলে তিনি মন্তব্য করেন।

¯^cÖ‡bw`Z Z_¨ cKvk

মন্ত্রী পরিষদ সচিব মোশাররাফ হোসাইন ভুঁইঞা স্বপ্রনোদিত হয়ে ওয়েবসাইটে তথ্য প্রকাশের উপর গুরুত্ব দেন। এতে আবেদনের সংখ্যাও কমে আসবে বলে তিনি জানান। ভারতের উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন সেখানে প্রথম দিকে প্রচুর আবেদনপত্র আসলেও স্বপ্রনোদিত তথ্যপ্রকাশ বৃদ্ধির সাথে সাথে আবেদনপত্রের সংখ্যা কমে এসেছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে তথ্যের পরিমাণে ভিন্নতা রয়েছে উল্লেখ করে এগুলো নজরে আনার সুপারিশও তিনি করেন। ভারতে অনেক তথ্য আগে গোপনীয় ছিলো, এখন ওয়েবসাইটে দিয়ে দেয়া হয় বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন আমাদেরও এ ব্যাপারে কাজ চলছে; কয়েকটি মন্ত্রণালয়ে স্বপ্রনোদিত তথ্য প্রকাশের পাইলটিং চলছে। কেন্দ্রীয়ভাবে না করে বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে তথ্যসম্ভার তৈরি করে স্বপ্রনোদিত তথ্য প্রকাশে ক্রমান্বয়ে উদ্যোগী হতে হবে। কেম-এর প্রোগ্রাম ম্যানেজার জনাব মোস্তাফিজুর রহমান স্বপ্রনোদিত তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে কানাডার উদাহরণ দিয়ে বলেন যে তারা যেসব সরকারী/দাপ্তরিক চিঠি ভোটারদের জানা উচিত বলে মনে করেন সেগুলো ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রকাশ করে থাকেন যা বাংলাদেশ সরকারের জন্য অনুসরণীয়। স্বতঃস্ফূর্তভাবে তথ্য প্রকাশের গুরুত্ব প্রচারে তথ্য কমিশনকে প্রচারকের ভূমিকা নেয়া উচিত বলে মতামত দেন তিনি। ভারতে আইনগত সিদ্ধান্তের ফটোকপি প্রদান করা হয়ে থাকে যা বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইনের আগামী সংশোধনের ক্ষেত্রে কার্যকর করার জন্য তথ্য কমিশনকে অনুরোধ জানান। এছাড়াও স্বপ্রনোদিত তথ্য প্রকাশের জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট থাকা স্বত্তেও সেখানে যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে তথ্য পাওয়া যায়না। এ বিষয়েও তিনি কমিশন এবং মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

m‡PZbZv e„w×

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের অ্যাডভোক্যাসি ডিরেক্টর জোনা গোস্বামী চাহিদা বৃদ্ধির লক্ষে গণসচেতনতার ওপর গুরুত্ব দেন। তথ্য গ্রহিতার জানা থাকা প্রয়োজন কার কাছে যেতে হবে, কি তথ্য চাইতে হবে এবং তথ্য কর্মকর্তারও সচেতনতা দরকার। তিনি যদি কোন কারণে তথ্য দিতে অপারগ হন তাহলে অপারগতার কারণটা লিখতে পারেন। কিন্তু অনেক সময় এই অপারগতাই ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়ায় বলে তিনি মনে করেন। এক্ষেত্রে আরও বেশি প্রচারণা ও সচেতনতার প্রয়োজন।

ইন্সটিটিউট অব ইনফরমেটিক্স এন্ড ডেভেলপমেন্ট (আইআইডি) -এর প্রধান নির্বাহী সাঈদ আহমেদ চাহিদা বৃদ্ধিতে আইনের ভালো প্রচারণা বা মার্কেটিং-এর ওপর জোর দেন। নানা ধরনের ইতিবাচক যে ঘটনাগুলো ঘটছে সেগুলো প্রচারণা পেলে অন্যরাও জানবে ও উদ্বুদ্ধ হবে। ফোরামকে তিনি অনুরোধ করেন তথ্য অধিকারে সংশ্লিষ্ট নানা বিষয় নিয়ে চিত্রায়িত ও সহজে বোধগম্য একটি ক্রমপুঞ্জি তৈরি করলে তা প্রচারণায় কাজে লাগবে। বিভিন্ন এনজিও যে সব কাজ করছে সেটা একটা ম্যাপিং এর মাধ্যমে লোকজনের কাছে তুলে ধরা যেতে পারে।

AvBb ev¯Zevq‡b KiYxq

প্রধান তথ্য কমিশনার রাষ্ট্রদূত (অব.) মোহাম্মদ ফারুক বলেন তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগের মাধ্যমেই এর ভুলত্রুটি বের হয়ে আসবে। তাই এর অধিকতর প্রয়োগ প্রয়োজন এবং একই সাথে এর প্রয়োগকারীদের আইনটি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকাও প্রয়োজন। তিনি সবাইকে আইনটি পড়ার এবং আরো গবেষণা করার পরামর্শ দেন। সিডিডির রাখি বড়ুয়া উল্লেখ করেন সরকারের উপজেলা তথ্য কেন্দ্রগুলো তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম এবং বেশ কিছু ক্ষেত্রে তার প্রমাণও পাওয়া

গেছে। DRRA-এর ফরিদা ইয়াসমিন দেশে টেলিযোগাযোগের অগ্রযাত্রার কথা উল্লেখ করে বলেন তথ্যপ্রদানে টেলিযোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারলে তথ্য জানার ও তথ্য যাচাইয়ের পদ্ধতি তথাপি আইনের বাস্তবায়ন সহজতর হতে পারে। মন্ত্রী পরিষদ সচিব মোশাররাফ হোসাইন ভুঁইঞা আইন বিষয়ে সাধারণ মানুষের অজ্ঞতা দূর করতে সুশীল সমাজকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। স্বনামধন্য এনজিওগুলো নিজেরা তথ্য প্রদান করে এক্ষেত্রে উদাহরণ তৈরি করতে পারে। অধ্যাপক সাদেকা হালিম বলেন প্রকল্প হিসেবে নয়, এনজিওগুলোর উচিত তথ্য অধিকারের বিষয়টি তাদের কার্যক্রমের মূল ধারায় নিয়ে আসা। মানবাধিকার সংস্থার জালালউদ্দিন একমত প্রকাশ করে বলেন এসব এনজিও তাদের কার্যক্রমে তথ্য অধিকার অন্তর্ভুক্ত করে প্রচারণা ও সচেতনতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখতে পারে।

Z_¨ chy³ I †hvMv‡hvM AvBb

আইআইডি'র প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সাঈদ আহমেদ তথ্য অধিকারের ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তি আইনের (সংশধিত) সাংঘর্ষিক দিকটি তুলে ধরে । তথ্যমন্ত্রীর সাথে বিগত এক আলোচনার প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন এই আইনানুসারে কোন একজন ব্যক্তি যদি অনলাইনে কিছু লিখেন, এটা আদৌ কাউকে প্রভাবিত বা প্ররোচিত করলো কিনা সেটা প্রমাণিত না হলেও শুধুমাএ "করতে পারে" এই সন্দেহে তাকে গ্রেপ্তার করার সুযোগ রয়েছে। পেনাল কোড এর ১৪৬ ধারা উল্লেখ করে তিনি বলেন রাস্তায় দাঙ্গা করার শাস্তি ২ বছরের কিন্তু অনলাইনে কিছু লিখলে পুলিশ কর্মকর্তা 'সমস্যা হবার আশংকা রয়েছে' সন্দেহেও গ্রেফতার করতে পারেন এবং এক্ষেত্রে কমপক্ষে ৭ বছরের শাস্তির বিধান রয়েছে। স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ এবং জনগণের সংবিধান স্বীকৃত বাকস্বাধীনতার সাথে এটি সাংঘর্ষিক বলে তিনি মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু বলেন তথ্যনির্ভর সমাজ গঠনের পূর্বশর্ত হিসেবে থাকা প্রয়োজন বস্তুনিষ্ঠতা, নৈতিকতা, জনহিতকর প্রবণতা এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের ইতিহাসের প্রতি দায়বদ্ধতা। তথ্য প্রযুক্তি ও যোগাযোগ আইনের ৫৬ ও ৫৭ ধারায় অজামিন যোগ্যতার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন যে বাংলাদেশে এরকম অজামিনযোগ্য বহু দন্ডবধি আছে (৩৫৭, ৩৫৮, ৩২৮) যা বিচার্য অপরাধ। নিম্নকোর্ট/ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে এক্ষেত্রে জামিন না হলেও ট্রায়াল কোর্টে বিচারক জামিন দেবার ক্ষমতা রাখেন। চুরি, ডাকাতি, হত্যা, দাঙ্গা করার চেষ্টা বিচার্য অপরাধের অন্তর্ভুক্ত যার ফলস্বরূপ গ্রেফতারি পরোয়ানা ছাড়াই প্রশাসন কাউকে গ্রেফতার করতে পারবে, যা অগণতান্ত্রিক নয় বলে তিনি মনে তরেন। উপযুক্ত অপরাধের ক্ষেত্রে সাজা বৃদ্ধি করে ৭ বছরকে ১০ বা ১৪ বছর করা নিয়ে তর্ক করাও অমূলক বলে মন্তব্য করেন তিনি। উপর্যুক্ত অপরাধগুলোর ক্ষেত্রে কারো ব্যক্তিগত গোপনীয়তায় হস্তক্ষেপ করার বিষয়টি দন্ডবিধির আলোকে বিবেচনা করার জন্য মন্ত্রী সবাইকে অনুরোধ করেন। সাইবার ক্রাইমকে চুরির সাথে তুলনা করে তিনি উভয়ক্ষেত্রে গ্রেফতারি পরোয়ানা ছাড়া গ্রেফতারকে ন্যায্য প্রতিপাদন করেন। তথ্য প্রযুক্তি ও যোগাযোগ আইনের ৫৬ ও ৫৭ ধারার সমালোচকদের উদ্দেশ্য করে মন্ত্রী তাদের মন্তব্যকে পুনরায় বিবেচনায় আনার এবং এ আইনের কারণে জনগণের মৌলিক অধিকার খর্ব না করারও আশ্বাস দেন।

mgvcbx

শাহীন আনাম প্রধান তথ্য কমিশনারের সাথে একসুরে বলেন তথ্য অধিকার ফোরামকে তথ্যের চাহিদার উদ্দীপ্ত করার কাজটি করতে হবে এবং ফোরামের সংগঠনগুলোকে আত্মসমালোচনার মাধ্যমে তথ্য অধিকার আন্দোলনকে আরো শক্তিশালী করতে হবে। পরিশেষে, এই বক্তব্যের সাথে সম্মতি জ্ঞাপন করে ডঃইফতেখারুজ্জামান সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে সভার সমাপনী ঘোষণা করেন।

প্রতিবেদনটি প্রস্তুত করেছেন অরিন হক, রেজওয়ানা আবেদ, পুষ্পিতা পৃথ্বী ও ইলমা জাহ্‌রিয়াত জোবায়ের, *AvBAvBwW*।
সম্পাদনা ও সমন্বয় করেছেন আশিকুন নবী, *AvBAvBwW*।

আয়োজনে

তথ্য অধিকার ফোরাম

অক্ষরবিন্যাশ ও গ্রাফিক্স ডিজাইন: *AvBAvBwW*